



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd



স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০১.৯৯.১১১.২০২০- ২২৮২২/২২

তারিখ: ১৮ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট শিখন ঘাটতি পূরণ ও শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা যাচ্ছে যে নতুন জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৩ সাল থেকে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে নতুন টিচিং-লার্নিং এপ্রোচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন নির্ভর করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন যেমন- প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি, শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ সকলের কার্যকর ও দায়িত্বশীল ভূমিকা। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি। দৈনন্দিন শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে শিক্ষকদের ও তা পর্যবেক্ষণে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়মিত উপস্থিতি অপরিহার্য। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও কোনো কোনো শিক্ষক নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত না থেকে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করছেন। পাশাপাশি এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডিরও কোনোরূপ নজরদারী না থাকায় নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়নি। ফলে এখন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস নেয়াসহ গভীর নজর দেয়া হচ্ছে। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতি এ কার্যক্রমসহ শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ ক্ষুন্ন করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্টদের নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রতিপালনে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো-

- প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি সক্রিয় তদারকি করবে;
- শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত প্রতিষ্ঠান প্রধান কার্যকর ভূমিকা নেনবেন;
- কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা;
- সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কোনরূপ মিথ্যা ও উস্কানীমূলক প্রচারণায় অংশগ্রহণ না করা;
- শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনে কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।


(প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী)

পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)

ফোন : ০২২২৩৩৮৩৪৩৯

dir-admin@dshe.gov.bd

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) :

০১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২. পরিচালক (মাধ্যমিক/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ/অর্থ ও ক্রয়/মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
০৩. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, (সকল অঞ্চল)/পরিচালক, এইচএসটিটিআই (সকল);
০৪. অধ্যক্ষ, সরকারি/বেসরকারি কলেজ/টিটিসি (সকল);
০৫. উপপরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল);
০৬. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল);
০৭. সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি (সকল);
০৮. প্রধান শিক্ষক, সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সকল);
০৯. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ই.এম.আই.এস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (মাউশির ওয়েব সাইটে পত্রটি প্রকাশের অনুরোধসহ);
১০. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল);
১১. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
১২. সংরক্ষণ নথি।